Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলা আক্তার হিরন

রোলঃ 216020101

১ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলা আক্তার হিরন

রোলঃ 216020101

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “আল্লাহর সিফাত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিলা আক্তার হিরন, আইডিঃ 216020101 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আল্লাহর সিফাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তানজিলা আক্তার হিরন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

তানজিলা আক্তার হিরন

আইডিঃ 216020101

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

আল্লাহর তাআলার অস্তিত্বের স্বীকৃতির বিষয়টা মানুষের ফিতরাত এবং প্রকৃতির মাঝেই প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। কোনো মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে এই পৃথিবী এবং তার নিখুঁত পরিচালনা নিয়ে ভাবলে সে এসবের একজন পরিচালকের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। এজন্যই তো আরবের বেদুইন পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রসঙ্গে বলে উঠেছে-

البعرة تدل على البعير .. والأثر يدل على المسير .. فسماء ذات أبراج .. وأرض ذات فجاج .. ألا تدل على العليم الخبير..

কাইস ইবনে সাঈদা রা.ও জাহেলি যুগে উট নিয়ে বাজারে গিয়ে ঘোষণা করতেন-

"أيها الناس .. اسمعوا وعوا .. من عاش مات .. ومن مات فات .. وكل ما هو آت آت .. ليل داج .. ونهار ساج .. وأرض ذات فجاج .. وسماء ذات أبراج .. ونجوم تزهر .. وبحار تزخر .. أفلا يدل ذلك على الله الواحد القهار.".!؟

এজন্যই তো কবি বলেন-

وفي كل شيء له آية *تدل على أنه واحد

আল্লাহ তাআলার কুদরত হলো, তার অস্তিত্বের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট এবং মানুষের প্রকৃতির মাঝে প্রোথিত থাকলেও তার বিস্তারিত স্বরূপ, যা তিনি নিজে বর্ণনা করেননি, তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলে মানুষ ভাবতে ভাবতে উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গেলেও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। আকলের সাহায্যে আল্লাহর স্বরূপ উদঘাটিত করতে চাইলে হতাশা এবং নিরাশা ছাড়ে শেষাবধি আর কিছু জোটে না।

এজন্য আল্লাহ সম্পর্কে নসে (আয়াতে এবং হাদিসে) যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এর বাইরে কিছু জানতে চাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। যতোটুকু জানা প্রয়োজন, তা আল্লাহই জানিয়ে দিয়েছেন। আর যা তিনি জানাননি, তা জানা জরুরি নয় এবং আমাদের জন্য তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই বলেই জানাননি। সুতরাই সেই অজানা বিষয়গুলো জানার জন্য প্রয়াস গ্রহণ করা অযথা সময়ক্ষেপণ ছাড়া কিছু নয়।

বরং এ ধরনের বিষয়ে আকলের ঘোড়া দৌড়ানো মানুষকে হেদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তার গোমরাহির কারণ হয়। সুরা আলে ইমরানের ৬-৭ আয়াতে গভীরভাবে লক্ষ করলে বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হওয়ার কথা।

যারা শুধু আকলের সাহায্যে আল্লাহর স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে, তারাই বিভ্রান্ত হয়েছে, ইতিহাস আজ তাদেরকে মুআত্তিলা, মুশাববিহা, মুজাসসিমা ইত্যাদি নামে চিনে।

আচ্ছা, তাহলে যেসব আয়াতে আল্লাহর জন্য 'সিফাতে ইয়াদ', 'সিফাতে আইন', 'সিফাতে ওয়াজহ', 'সিফাতে ইসতিওয়া' সাব্যস্ত করা হয়েছে (উল্লেখ্য, এভাবে বলা যে- ''যেসব আয়াতে আল্লাহর জন্য হাত, চোখ, চেহারা, উপবিষ্ট হওয়া ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে'' বেআদবি এবং অজ্ঞতা। আকিদা নিয়ে বাংলায় যারা লিখেছেন প্রায় সবাই-ই এই ভুলটা করেছেন। আল্লাহর ক্ষেত্রে ইয়াদ শব্দের অর্থ যে হাত এ কথা আপনাকে কে বললো? প্রথমে হাত বলছেন, পরে আবার বলছেন সেই হাত অবশ্য আমাদের মতো নয় ইত্যাদি ব্যাখ্যায় যাওয়ারই বা কী দরকার? আল্লাহ তার জন্য সিফাতে ইয়াদ সাব্যস্ত করেছেন। এবার সেই সিফাতে ইয়াদ আসলে কী- এর ইলম বান্দাকে দেয়া হয়নি। তা আল্লাহই জানেন। ওয়া মা উ'তিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা কালিলা।) সেসব আয়াতের কী
ব্যাখ্যা?

হাঁ, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ অসংখ্য দার্শনিক আপত্তি-অভিযোগের স্বীকার হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে আল্লাহ তাআলার সিফাতকেই অস্বীকার করে বসেছে। পরিভাষায়

এদেরকেই ”মুআত্তিলা” বলা হয়; আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে যারা ভ্রান্ত ফেরকা।

কেউ আবার এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার জন্য বান্দাদের মতো হাত, চোখ, চেহারা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে। তারাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট ফেরকা। পরিভাষায় তারাই মুশাববিহা বা মুজাসসিমা।

তাহলে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা কী?

আল্লাহর সিফাতের মাসআলায় আলিমগণের অবস্থান

আমরা ওপরে আলোচনা করে এসেছি যে, 'মুশাববিহা' (মুজাসসিমা) এবং 'মু'আত্তিলা' উভয় গোষ্ঠীই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে গোমরাহ। সেখানে আমরা তাদের পরিচয়ও উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে হকপন্থী আলিমগণের অবস্থান কী তা-ই আজকের লেখার আলোচ্য বিষয়। নিচের আলোচনা পুরোটা আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. র আলোচনা থেকে গৃহীত। [দেখুন— মাকালাতুল উসমানিঃ ১ম খণ্ড]

পবিত্র কোরআনে যে-সব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সিফাতে ইয়াদ (শাব্দিক অর্থ— হাত), সিফাতে আইন (শাব্দিক অর্থ— চোখ), সিফাতে ওয়াজহ (শাব্দিক অর্থ— চেহারা) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে, (আরো সহজে বলতে চাইলে— ‘‘আল্লাহ কোথায়’’ জাতীয় প্রশ্নে) —এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ চারটি পন্থা অবলম্বন করেছেন—

১. অধিকাংশ সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি— এ ধরনের নসগুলো মুতাশাবিহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং এসব নসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ও কোনো নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ না করাটাই উচিত। এর ব্যাখ্যার সন্ধানে ডুব দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমরা এর ওপর ইজমালি ইমান (ইমানে মুজমাল) রাখবো, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য এবং এর অর্থ তিনিই জানেন। আমরা বিশ্বাস করবো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা

এ নসগুলোর এমন অর্থ নেবো না, যা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য দাবি করে। বরং আমরা এর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ করবো না। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইলমে ন্যস্ত করবো। সুরা আলে ইমরানের আয়াত- ৭ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে¬—

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার অনেক আয়াত 'মুহকাম', তা-ই কিতাবের মূল অংশ আর কিছু আয়াত 'মুতাশাবিহ'। যাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন প্রবণতা-বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার মানসে কিতাবের 'মুতাশাবিহ' আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এসবের ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা বলে— 'আনরা এর প্রতি ইমান রাখি। সব আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত'। বোধশক্তির অধিকারীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"

২. সালাফদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো— আমরা বিশ্বাস করব এ সব নসের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে সৃষ্টির দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর যে অর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। "কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়"। [সুরা শুরা— ১১] হাঁ, আল্লাহ তা'আলারও হাত, চোখ ইত্যাদি রয়েছে, তবে আল্লাহর এই গুণগুলোর সাথে সৃষ্টির হাত, চোখের কোনোই মিল নেই। এগুলোর আকৃতি কেমন— তা জানার কোনোই পথ নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন।
প্রথম ফরিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, কোনো ধরনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে প্রথমেই এই নসগুলোর অর্থ আল্লাহর তা'আলার ইলমে ন্যস্ত করা। আর দ্বিতীয় ফরিক প্রথমে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এরপর তার রূপ ও আকৃতির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমে ন্যস্ত করেছেন। তবে উভয় ফরিকই মনে করেন, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার এসব গুণাবলির কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। এসব নসের ব্যাখ্যায় প্রচলিত কোনো অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই।

৩. সালাফের মুষ্টিমেয় এবং খালাফের অনেক আলিম এসব নসের ব্যাখ্যা করেন। তারা এগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেন। তবে তারাও সৃষতির সাথে স্রষ্টার গুণের কোনো সাদৃশ্য গণ্য করেন না। তারা (ইয়াদ) 'হাত' দ্বারা শব্দের রূপক অর্থ— শক্তি উদ্দেশ্য

নেন। (ইস্তেওয়া) 'উপবেশন'কে অধিকারী হওয়া, সক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করেন।

৪. কিছু সংখ্যক আলিম উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝে সমন্বয় করেন— অর্থাৎ, আরবি ভাষার রীতি ও বাকধারা অনুযায়ী যদি সহজেই তা ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তারা ব্যাখ্যা করেন। আর যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে তারা নসের অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইলমেই ন্যস্ত করেন।

বাস্তব কথা হল, আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে সবধরনের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করে উপরিউক্ত চার পন্থা যে-কোনোটাই গ্রহণ করা হলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে চলনসই। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে কোনোটাকেই পাইকারিভাবে ভুল ও ভ্রান্ত বলার অবকাশ নেই। পন্থা বিভিন্ন হলেও আদতে আকিদায় ভিন্নতা নেই। কেননা আকিদা হলো— আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। একই আকিদা প্রকাশের ভাষা কেবল ভিন্ন ভিন্ন। যদিও সবচে নিরাপদ প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ আকাবির-আসলাফের মানহাজ। অন্যান্যগুলোকেও ভুল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই।

তবে তিক্ত বাস্তবতা হলো, এই মাসআলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান চরম সীমালঙহন করেছে। এমনকি এই চার মাযহাবের অনুসারীরা পরস্পর পরস্পরকে গালমন্দ করেছে, গোমরাহ বলে অভিহিত করেছে, 'মুশাববিহা' 'মুআততিলা' আখ্যা দিয়েছে। নিজেরাও এতো পরিমাণ বাড়াবাড়ি করেছে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে যে, নিজেদের মাযহাবের সীমারেখা অতিক্রম করে বাতিল ফিরকার ত্রি-সীমানায় পৌঁছে গেছে।

যেমন আমরা একটু আগে দেখিয়ে এসেছি, প্রথম এবং দ্বিতীয় মাযহাবের মাঝে মৌলিকভাবে তেমন পার্থক্য নেই। প্রাথমিক যুগগুলোতে এমনভাবেই চলেছে। অথচ পরবর্তীতে বিবাদ-বিতর্ক বেড়ে এর অনুসারীদের মুখ থেকে এমন এমন কথা-মন্তব্য বেরিয়েছে, যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। দ্বিতীয় মাযহাবকে তাশবিহ-তাজসিম বলে অভিহিত করা হয়েছে আর প্রথম মাযহাবের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে তা'তিল। যা ছিলো অধিকাংশ সালাফের মাযহাব তাকেই দ্বিতীয় মাযহাব (তাবিল) এর থেকেও নিকৃষ্টতর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত চারওটা মাযহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহরই মাযহাব; যার ওপর সাহাবা-তাবেয়িন চলে গেছেন। সুতরাং সবগুলোই হক। কোনোটাকে ভুল বলার

অবকাশ নেই। আমার কাছে যেটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, আমি সেটাকে গ্রহণ করবো। কিন্তু বিপরীত মাযহাবগুলোর ব্যাপারেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখবো। আজকাল তো দেখা যায়, দীনের মৌলিক জ্ঞানই নেই, দু-চার কট্টর লেখকের কিতাব পড়েই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্যান্য সব মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে, সভ্যতা বর্জন করে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করে বসে। আর সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে আর কী বলবো, উম্মাহর বিদগ্ধ আলিমগণের কেউও কখনো কখনো সীমালঙ্ঘন করে এমন কথা বলে বসেন, যা হাজারো বরং লাখো মানুষের গোমরাহির কারণ হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. তার লেখায় বলছেন— "তাফবিয (ওপরে বর্ণিত প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ সাহাবা-তাবেয়িনের মাযহাব) বেদআতি মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর"। [দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নাকলিঃ ১/২০৫]
শুধু এই এক জায়গায়ই নয়, আরো অনেক জায়গায়ই তার এমন বক্তব্য-মন্তব্য পাওয়া যাবে। আল্লাহ শায়খ রহ. কে জান্নাতের উঁচু মর্যাদায় আসীন করুন। তার এবং তার অনুসারী আরো অনেক আলিমদের এমন কিছু কিছু বক্তব্য-অভিমত হাজারো মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল রাখুন। প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে ভারসাম্যের সাথে যিন্দেগি গুজরান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।[আলি হাসান উসামা]

আল্লাহর তাআলার সিফাতের (গুণ) প্রকার

কুরআন সুন্নাহয় আল্লাহর তাআলার যেসব সিফাত উল্লিখিত হয়েছে, তা দু'প্রকার :

এক. জাতি সিফাত তথা আল্লাহর সত্তাসংলগ্ন সিফাত ।
জাতি সিফাত হলো, যা আল্লাহর সত্তা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, যেমন- নফস, ইলম, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা, কথা, পা, রাজত্ব, আজমত, মহিমা, সর্বশীর্ষতা, ধনাঢ্য, রহমত, প্রজ্ঞা। এ প্রকৃতি সিফাত বুঝার মূল উপায় হলো যে, তা আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং কখনো তা বিচ্ছিন্ন হয় না।

দুই. ফেলি সিফাত তথা আল্লাহর কর্মসংলগ্ন সিফাত।

ফেলি সিফাত হলো, যা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন- ইস্তিওয়া, অবতরণ, আসা, গর্ব করা, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, মহববত করা, ঘৃণা করা, বিরক্ত হওয়া, খুশি হওয়া, রাগ করা, কৌশল করা, বিদ্বেষ পোষণ করা।

উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার সিফাতের ক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয়, তা হলো- আল্লাহ তাআলার কামাল ও পূর্ণতার জন্য উপযোগী হয় এমন অর্থে এ সিফাতগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এগুলোকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা; যেহেতু তাতে কোনো তাশবিহ, তাতিল, তাহরিফ ও তাকঈফ নেই। যেমন ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন ,

آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

‘আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি ঈমান এনেছি -আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুযায়ী। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে, তার প্রতি ঈমান এনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। [দেখুন, আল আস-ইলা ওয়াল আজওয়েবা আল উসুলিইয়াহ, পৃ. ৫০]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহত্বের দালীল বহন করে।তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত হচ্ছে, এই নাম এবং গুনাবলীর প্রতি ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে; কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য আরাোপ না করে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

“আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম আছে; তোমরা সেগুলো দ্বারা তাঁকে ডাক।” (সূরা আ'রাফ:১৮০,আরো দেখুন: আল ইসরা:১১০, সূরা ত্বাহা:০৮, সূরা হাশর: ২৪ ইত্যাদি)।

এই তাওহীদের ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনদের নীতি
আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَىۡءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ

“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”- সূরা শূরা: ১১

এই আয়াতে কোন বস্তু তাঁর অনুরূপ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা- এই গুণরাজী তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এটাই হলো সালফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের নীতি বা আক্বীদাহ-বিশ্বাস। কুরআন ও সাহিহ হাদীসে আল্লাহর যেসকল নাম ও গুনের উল্লেখ করা হয়ছে, তাঁরা কোন ধরনের পরিবর্তন, ধরন উল্লেখ বা সাদৃশ্য ব্যাতিরেকেই সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলেই আল্লাহর নাম ও গুণরাজীর ব্যাপারে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিখানো পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কুরআন-সুন্নাহর বাইরে আল্লাহর জন্য নাম বা গুণাবলী নির্ধারন

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যে নাম ও গুণরাজী পছন্দ করেছেন বা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নাম ও গুণরাজী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন নাম বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউই অধিক জ্ঞানী নয়। এমনিভাবে আল্লাহর পর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেইসুতরাং যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নাম ব্যতীত আল্লাহর জন্য

অন্য কোন নাম স্থির করে বা সেগুলোর কোনটা অস্বীকার করে বা সৃষ্টি জীবের সাথে তাঁর সাদৃশ্য আরাোপ করে বা সেগুলোর কোন একটিকে বিকৃত করে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা করে তাহলে সে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহর উপর মিথ্যারাোপ করল। আল্লাহ বলেনঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَـرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا ؕ

"যে আল্লাহর উপর মিথ্যারাোপ করে, তার চাইতে অধিক অত্যাচারী (গাোনাহগার) আর কে?"- সূরা কাহাফ: ১৫

আল্লাহর কিছু নাম ও গুনাবলী

১। নাম

الرحمان - পরম করুণাময়(আর-রহমান), ارحيم - পরম দয়ালু(আর-রাহীম),
القادر - ক্ষমতাবান(আল-ক্ব-দির), اسامع - সর্বশ্রোতা(আস-সা-মি'),
القدير - মহাক্ষমতাধর(আল-ক্বদীর), البصير - সর্বদ্রষ্টা(আল-বাছীর),
القدوس - অতি পবিত্র(আল-কুদ্দূছ), الملك - মালিক(আল-মালিক)
السلام - পরম শান্তিদাতা(আস-সালা-ম) المؤمن - নিরাপত্তা দানকারী(আল-মু'মিন)
المهيمن - রক্ষাকারী(আল-মুহাইমিন) العزيز - পরাক্রমশালী(আল-আজীজ)
الجبار - মহা শক্তিধর(আল-জাব্বা-র) المولى - অভিভাবক(আল-মাওলা)
ইত্যাদি।

২। গুণরাজী বা ছিফাত

الْعُلُوّ - সূমহান/সুউচ্চ, السَّمْع - শ্রবণ করা/শোনা, الْبَصَر - দেখা, الْقُدْرَة - ক্ষমতা,
الْوَجْه - মুখমণ্ডল, الْيَد - হাত, الرَحْمَةُ - দয়া الْعِلْم - জ্ঞান الْقُوَّةُ - শক্তি, الْغَضَب - রাগান্বিত হওয়া النُّزُوْل - অবতরন করা الإِرَادَة - ইচ্ছে করা
ইত্যাদি।

৩। আল্লাহর নাম, কর্ম ও সত্ত্বাগত কিছু হ্যাঁ বোধক ছিফাত বা গুনাবলী

غفور আল্লাহ ক্ষমাশীল(নাম), আর ক্ষমা হলো ছিফাত বা গুণ। অনুরুপ.....

البصير আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা(নাম), আর দেখা-ছিফাত বা গুণ।

السميع আল্লাহ সর্বশ্রোতা(নাম), আর শোনা বা শ্রবন হচ্ছে ছিফাত।

العدل আল্লাহ ন্যায়বিচারক, আর ন্যায়বিচার হলো ছিফাত আল্লাহর হাত, পা, মুখমন্ডল, চোখ, অন্তর ছিফাত (সত্ত্বাগত)

আল্লাহ হাসেন(কর্ম), আর হাসা ছিফাত (সত্ত্বাগত)

আল্লাহ কথা বলেন(কর্ম), আর কথা বলা ছিফাত (সত্ত্বাগত)

আল্লাহ অবতরণ করেন(কর্ম), আর অবতরন ছিফাত

আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী / ক্ষমতা ছিফাত

আল্লাহ দয়াশীল(নাম), আর দয়া, অনুগ্রহ, রহমত হচ্ছে ছিফা আল্লাহ প্রজ্ঞাময়(নাম), আর প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, ইলম হচ্ছে ছিফাত আল্লাহ শান্তি দাতা(নাম), আর শান্তি হচ্ছে ছিফাত

আল্লাহ রাগ করেন বা ক্রোধান্বিত হন (কর্ম), আর গাদাব বা রাগ বা ক্রোধ হচ্ছে ছিফাত

আল-হাই(নাম), আর হায়াত বা জীবন হচ্ছে ছিফাত (সত্ত্বাগত) নাফস বা অন্তর (সত্ত্বাগত)

ইরাদাহ বা ইচ্ছা,

আল উলু العلو বা সুউচ্চ,

استوى সমুন্নত হয়েছন(কর্ম), আর সমুন্নত হচ্ছে ছিফাত সন্তুষ্টি বা الرضى

অসন্তুষ্টি বা السخط

আখিরাতে জান্নাতিগণ আল্লাহকে দেখবেন ইত্যাদি।

৪। আল্লাহর নাম, কর্ম ও সত্ত্বাগত কিছু না বোধক ছিফাত বা গুনাবলী

তিনি জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তিনি জালিম নন।

তিনি টেরা চোখ বিশিষ্ট নন।

ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

কেউ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।
দুনিয়াতে কেউ তাঁকে দেখতে পারবে না, ইত্যাদি।

এই তাওহীদ নষ্টকারী বা এর বিরোধী কয়েকটি বিষয়হলো

১। التحريف - তাহরীফ

শাব্দিক অর্থ- কোন জিনিসকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া, কোন মূল উক্তির মধ্যে শব্দগতভাবে বা অর্থগতভাবে পরিবর্তন করা। শাব্দিক পরিবর্তন হয়- শব্দের মধ্যে সংযা োজোন বা তার আকৃতি বিকৃতির মাধ্যমে। যেমন আশআরী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী বিদ'আতীগণ আল্লাহর বাণী اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى "মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত"- (সূরা ত্বাহা: ৫) এর মধ্যে اسْتَوٰى শব্দকে পরিবর্তন করে استولى বলে থাকেআর আর্থিক পরিবর্তন হলা ে- শব্দকে স্বীয় অবস্থায় রেখে তার সঠিক অর্থ না করে বাত্বিল অর্থ গ্রহণ করা। যেমন- اليدين বা "দুই হাত" যা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত, এর মূল অর্থ পরিত্যাগ করে শক্তি' বা 'নিআমাত' বা 'পুরস্কার' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করা।

২। التعطيل - তাতীল

তা হল- যে সকল নাম বা গুণরাজী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা অস্বীকার করা বা তার কোন একটি অমান্য করা। যেমন- আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে কথা বলা, আসা, দেখা ইত্যাদি অস্বীকার করা বা তার কোন একটি প্রত্যাখ্যান করা।

৩। التكييف - তাকয়ীফ

তা হলা ে কোন বস্তুর ধরণ-গঠন নির্দিষ্ট করা। বা তার অবস্থার বর্ণনা দেয়। যেমন- কেহ কেহ বলে থাকে- আল্লাহ্‌র "হাত" বা তার "অবতরণ" এরূপ... এরূপ...।
| এ ধরণের মন্তব্য ঠিক নয়। কেননা আকৃতির বিবরণ তা ে কুরআন-হাদীসে উল্লেখ হয়নি। সুতরাং সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে যেভাবে শব্দগুলা ে কুরআন-হাদীসে এসেছে ঠিক সেভাবেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৪। التمثيل - তামছীল

তামছীল হলো কোন বস্তুর নমুনা নির্দিষ্ট করা, মানে উদাহরণ দেয়া। التمثيل শব্দটি দুটি বস্তুর একটি নমুনা নির্দিষ্ট করে, আর তা হলাে উভয়ে সকল দিক থেকে এক সমান বা বরাবর হওয়া।

৫। التشبيه - তাশবীহ্
কোন বস্তুর সদৃশ সাব্যস্ত করাকে তাশবীহ বলা হয়। যেমন- লোকটা যেন বাঘ! এখানে লোকটির বাঘের মতন পা নাই কিন্তু হয়তো বাঘের ক্ষিপ্রতাকে সাদৃশ্য করা হচ্ছে। التشبيه শব্দটি পারস্পরিক তুলনা করা অর্থে ব্যবহার হয়। আর তা হলাে উভয়ে অধিকাংশ গুণাবলীতে বরাবর হওয়া।কারও মধ্যে এই পাঁচটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলেই তার তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সঠিক নীতি হলো, আল্লাহর জন্য যেমন প্রযোজ্য ও শোভনীয়, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীসমূহ ঠিক তেমনি সাব্যস্ত করা।
মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

“তাঁর মত কোন কিছূ নেই, তিনি সর্ব শ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।”(সূরা শূরা/১১)

আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক

আল্লাহর উত্তম নামসমূহ তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ বহন করে। এই পবিত্র নামগুলাে নিছকই নাম নয়, যে তার কোন অর্থ নেই; বরং তা একদিকে সম্মানিত নাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সম্বলিত এবং অপরদিকে তাঁর মহান গুণরাজীর সাক্ষ্য বহন করে।

প্রতিটি নাম এক একটি গুণের অধিকারী। যেমন-

الرحمان (রাহমান), الرحيم (রাহীম) নাম দুটি “রহমত” নামক বিশেষণের অধিকারী।

السميع والبصير নাম দু'টি যথাক্রমে শ্রবণ করা এবং দেখা- বিশেষণ যুক্ত।

العليم "মহাজ্ঞাণী" নামটি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা প্রত্যেক বস্তু ব্যপৃত।

الكريم "মহা সম্মনিত" নামটি সম্মান নামক বিশেষণে যুক্ত।

الخالق "স্রষ্টা" শব্দটি সৃষ্টি করা বিশেষণের দাবিদার ও

الرزاق "রিজিক দাতা" নামটি রিজিক দেয়া বিশেষণের দাবিদার।

এমনিভাবে প্রতিটি নাম সেই নামের মধ্যে নিহিত বিশেষণের পরিপুর্ন দাবি রাখে। আল্লাহর নাম ও গুনাবলির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো- আল্লাহর নাম থেকে গুণ বের করা যাবে, কিন্তু গুণ থেকে আল্লাহর নাম বের করা যাবে না। যেমন আল্লাহর নাম 'আর-রহমান' যার অর্থ 'অতি দয়ালু' তাই তাঁর মধ্যে দয়ার গুণ রয়েছে, এটা বলা যাবে। কিন্তু আল্লাহর একটি গুণ হল 'গাদব' যার অর্থ 'রাগান্বীত হওয়া' তাই বলে তাঁকে গাদেব বা 'রাগান্বীত' নাম দেয়া যাবে

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার উপকারীতা ও প্রভাব-

১। বান্দার প্রতিপালকের প্রকৃত পরিচয় লাভ

কোন বান্দার পক্ষে তার প্রতিপালকের প্রকৃত পরিচয় লাভের কোনই পথ নেই- তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ব্যতীত।

এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণাদী রয়েছে; বরং বলা যায়, আল কুরআন পুরাটাই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে কথা বলে। এ থেকেই জানা যায়, ঐ সমস্ত লাোকেদের ভয়াবহ পাপাচার ও দুস্কৃতির পরিচয় যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজ-কর্ম ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ রূপে বা তার কিছু অংশ অস্বীকার করে। কেননা, তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভের দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। কোন অস্তিত্বপূর্ণ সত্ত্বা বা বস্তুর নাম, গুণাবলী বা কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করারই দাবী রাখে, যাতে তা থেকে কোন উপকার অর্জন সম্ভব না হয়।

২। ঈমানের পূর্ণতা লাভ

ইলম বা জ্ঞান এবং 'আমাল বা কর্মের মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে বা তাতে ঘাটতি হয় অর্থাৎ ঈমান কম-বেশী হয়। বান্দা যখন আল্লাহ সম্পর্কে বা তাঁর নির্দেশাবলী

সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আবার জ্ঞান এবং কর্মের ঘাটতি হলে ঈমানেরও ঘাটতি দেখা দেয়।
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ اِذَا مَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَۃٌ فَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یَّقُوۡلُ اَیُّکُمۡ زَادَتۡہُ ہٰذِہٖۤ اِیۡمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا فَزَادَتۡہُمۡ اِیۡمَانًا وَّ ہُمۡ یَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۱۲۴﴾ وَ اَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ مَّرَضٌ فَزَادَتۡہُمۡ رِجۡسًا اِلٰی رِجۡسِہِمۡ وَ مَا تُوۡا وَ ہُمۡ کٰفِرُوۡنَ﴿۱۲۵﴾

“আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তাোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলাো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। এটি তাদের কলুষতার সাথে আরাো কলুষতা বৃদ্ধি করেছে। এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল।”- সূরা-তওবা ১২৪, ১২৫

৩। বিশেষ পুরস্কার লাভ
আল্লাহর নাম সমূহের সংরক্ষণকারী (মুখস্তকারী), অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কারী এবং সেগুলোর দাবী অনুযায়ী 'আমালকারী এমন পুরস্কারে ভূষিত হবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবগত নয়।
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة
“আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে এগুলো গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। - (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ শর্তআরাোপ করা, অনুচ্ছেদ: স্বাকারাোক্তি ও শর্তারাোপের ক্ষেত্রে কি শর্ত ও ব্যতীক্রম করা যায় হা/ ২৫৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দু'আ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর নাম সমূহ ও তা মুখস্ত করার ফযীলত। হা/ ৪৮৩৬)
ইমাম নববী (রঃ) বলেন- ইমাম বুখারী (রঃ) সহ অন্যান্য নির্ভরযাোগ্য মনীষিগণ বলেছেনঃ এখানে أحصاها বা গণনা করা মানে হলো মুখস্ত করা। এবং এই গননা করার আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে- আল্লাহর নাম সমূহ মুখস্ত করা, অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তার দাবী অনুযায়ী 'আমাল করা।

৪। বান্দার ইবাদাতের কর্মসূচী নির্ধারন সহজ হবে
যখন প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ এবং গুণরাজী তাঁর মহত্ম, পূর্ণতা ও নেতৃত্বের দাবীদার, তখন সেটাই উত্তম পন্থা যার মাধ্যমে বান্দা তার ইবাদাতের কর্মসূচী নির্ণয় করতে পারে। যেমনঃ
এককভাবে আল্লাহকে সম্মান করা,
তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করাও প্রশংসা করা,
একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই আহ্বান করা অর্থাৎ শুধু তারই নিকট প্রার্থনা করা, ইত্যাদি।

৫। বান্দার ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব
নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিটি নাম এবং গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন বান্দার ইবাদাতে বিশেষ ধরণের প্রভাব ফেলে। যেমন-

❀ আল্লাহর ব্যপারে সতর্ক থাকা এবং তাঁকে যথাযথ ভয় করাঃ যখন সে জানবে যে, তার প্রভু কঠিন শাস্তি প্রদানকারী, তিনি রাগন্বিত হন, তিনি ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী, যা ইচ্ছা তা-ই করেন, দেখেন, শোনেন, প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়, তখন এই বিষয়গুলো তাকে উদ্বুদ্ধ করবে-আল্লাহর সদাদৃষ্টি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে, তাঁকে ভয় করতে, যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকতে, ইত্যাদি।

❀ আল্লাহর ব্যপারে সুধারনা পোষণ করা এবং আশাবাদী হওয়াঃ আবার যখন সে জানবে যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু, সম্মানিত, বান্দার তওবায় খুশি হন এবং পাপরাশি মার্জনা করে দেন। তখন এ বিষয় গুলো তাকে ধাবিত করবে- তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার দিকে,
আল্লাহর প্রতি সুধারনা ও আশাবাদী হওয়ার দিকে, ইত্যাদি।

❀ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া ও তাঁর নৈকট্যের আকাংখা জন্মানোঃ যখন একথার জ্ঞান লাভ করবে যে, তার আল্লাহ অনুগ্রাহী, সকল প্রকার নেয়ামত দানকারী, তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি দান করেন,

রিজিক দেন, সৎ কাজের পুরস্কার দেন আর মু'মিন বান্দাদিগকে সম্মানিত করেন, তখন এই বিষয়গুলাে-তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে,
বান্দাকে তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট করবে,
তাকে ভালো কাজে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বেশী বেশী সৎ কর্ম করায় সচেষ্ট করবে,অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী করবে, ইত্যাদি।

❀ আল্লাহর শাস্তির ভয় জন্মানো এবং তাঁর সৃষ্টির হক রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়াঃ আবার যখন বুঝতে পারবে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহই ন্যায়পরায়ণ শাসক, তিনি অন্যায়-অত্যাচার, সীমালংঘন ও শত্রুতা পছন্দ করেন না; বরং তিনি অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী ও দুস্কৃতিকারীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে প্রতিশাে‌ধ নিয়ে থাকেন, তখন স্বভাবতঃইসে সৃষ্টি জীবের প্রতি জুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাকবে, শত্রুতা, অবাধ্যতা, দুস্কর্ম, ধাে‌কাবাজী, খিয়ানত ইত্যাদি পাপাচার থেকে দূরে থাকবে,
নিজের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে,
মুসলিম ভাইদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে, ইত্যাদি।

❀ আল্লাহর নাম ও গুনের ওয়াছিলায় দু'আ করাঃ বান্দা যখন আল্লাহর নামের অর্থ ও তার মধ্যে নিহিত গুনাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা লাভ করবে, তখন সে তার প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর নাম বা গুণাবলীর ওয়াছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম আছে; তোমরা সেগুলো দ্বারা তাঁকে ডাক। (সূরা আ'রাফ:১৮০,আরো দেখুন: আল ইসরা:১১০, সূরা ত্বাহা:০৮, সূরা হাশর: ২৪ ইত্যাদি)।

আল্লাহর নাম ধরে আল্লাহকে ডাকতে হবে অর্থাৎ দুয়া করতে হবে। এতে দুয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা অধিক, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁকে এভাবে ডাকতে/দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কুরআনে বা হাদীছে নেই এমন কোন নাম ধরে

আল্লাহকে ডাকা যাবে এমনিভাবে আল্লাহর বান্দা যতই আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে, ততই সুন্দর ও প্রশংসিত আচরণে নিজেকে ভূষিত করতে পারবে।
আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” - (আল আরাফ - ১৮০)

তাফসীর আহসানুল বায়ানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করা তিনভাবে হতে পারে।

❌ আল্লাহর নামের পরিবর্তন করা, যেমন মুশরিকরা করত। উদাহরণ স্বরূপ মহান আল্লাহর সত্ত্বাগত নাম 'আল্লাহ' থেকে তারা তাদের এক মূর্তির নামকরণ করেছিল 'লাত', আল্লাহর গুণবাচক নাম, 'আযীয' হতে 'উয্যা' নামকরণ করেছিল।

❌ আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি।

❌ তাঁর নাম কম করে দেওয়া; যেমন, তাঁকে একটি নির্দিষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা। (ফাতহুল ক্বাদীর)
আল্লাহর নামসমুহে 'বক্রপথ অবলম্বন' করার একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, তার তা'বীল(অপব্যাখ্যা) করা অথবা তা অর্থহীন বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া অথবা তার উপমা বা সদৃশ বর্ণনা করা। (আয়সারুত তাফাসীর)এই আয়াতে আরো কয়েকটি লক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।আল্লাহকে তাঁর নামের ওসীলায় ডাকতে/দুয়া করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহকে তাঁর নাম ধরে ডাকলে নিশ্চয় তিনি খুশি হন। কারণ তিনিই এই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহকে তাঁর দেয়া নির্দিষ্ট নামগুলো ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকা নিষেধ: যেমন খোদা, গড, ইশ্বর ইত্যাদি কিছু মানুষ আল্লাহকে বিকৃত নামে ডাকে, তা না হলে তিনি নিষেধ করলেন কেন। আল্লাহকে বিকৃত নামে ডাকার মানে হলো, কুরআন ও হাদীসে নেই এমন নামে আল্লাহকে ডাকা!

তাদেরকে বর্জন করতে হবে, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তাদের ওয়াজ শুনা, বয়ান শুনা, লিখনি পড়া, ফাতাওয়া ইত্যাদি সব কিছুই বর্জন করতে হ যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে তাদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন।

আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্র পথ অবলম্বন করা কাবীরা গুণাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহর আসমা ওয়াছ-ছিফাত সম্পর্কে তথা আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল বিশ্বাস ও তার জবাব

❌ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান

আল্লাহ সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে সমুন্নত। (দেখুন-সূরা ত্বাহা:০৫, সূরা মুলক:১৬,১৭) তবে তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্রই বিরাজমান। (সূরা ত্বাহা:৪৬)

❌ আল্লাহ নিরাকার

জান্নাতে মু'মিনগণ আল্লাহকে দেখবে। (সূরা কাহাফ:১১০)

❌ দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যায়

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। (সূরা আ'রাফ:১৪৩)

❌ আল্লাহকে পেতে ওলীদের ওসীলা ধরা।

কোন ব্যাক্তির ওসীলা লাগে না, সরাসরি ডাকলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। (সূরা গাফের:৬০) আল্লাহকে পেতে নিষিদ্ধ ওসীলা ধরা শির্ক। (সূরা ইউনূস:১৮, যুমার:০৩)

মহান আল্লাহর নাম ও তার অর্থ (আসমাউল হুসনা/ইসমে আজম)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ١٦٣﴾ [البقرة: ١٦٣] ، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿الٓمٓ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ٢﴾ [ال عمران. [١، ٢ :

"আল্লাহর ইসমে আ'যম নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৩], সূরা আলে ইমরানের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১-২] অত:এব, বান্দা অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে বিনয়ের সাথে যখন আল্লাহকে তাঁর এসব ইসমে আ'যমের দ্বারা ডাকে তখন তার দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।
[মুসনাদ আহমাদ, ৬/৪৬১; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৮, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৯৬; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩১০৯।]

আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম সমূহ:

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে, এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি এ (নাম) গুলোর হিফাযাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ বিজোড়। তিনি বিজোড় পছন্দ করেন। সহীহ বুখারী (হাদিসঃ ৬৪১০)

১. আল্লাহ ﷲ
অর্থঃ আল্লাহ

২. আর রাহমান الرحمن
অর্থঃ পরম দয়ালু,পরম করুণাময়, সবচেয়ে দয়ালু, কল্যাণময়

৩. আর-রাহীম الرحيم
অর্থঃ অতিশয়-মেহেরবান, অতি দয়ালু

৪. আল-মালিক الملك
অর্থঃ সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক

৫. আল-কুদ্দুস القدوس
অর্থঃ নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র

৬. আস-সালাম السلام
অর্থঃ নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী, ত্রাণকর্তা, দোষমুক্ত

৭. আল-মু'মিন المؤمن
অর্থঃ নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী

৮. আল-মুহাইমিন المهيمن
অর্থঃ পরিপূর্ন রক্ষণাবেক্ষণকারী, রক্ষক, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী

৯. আল-আ'জীজ العزيز
অর্থঃ পরাক্রমশালী, অপরাজেয়, সর্বাধিক সম্মানিত, মহাসম্মানিত

১০. আল-জাব্বার الجبار
অর্থঃ দুর্নিবার, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত

১১. আল-মুতাকাব্বিইর المتكبر
অর্থঃ নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী

১২. আল-খালিক্ব الخالق
অর্থঃ সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী

১৩. আল-বারী البارئ
অর্থঃ সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী

১৪. আল-মুছউইর المصور
অর্থঃ আকৃতি-দানকারী

১৫. আল-গফ্ফার الغفار
অর্থঃ পরম ক্ষমাশীল, অতি ক্ষমাশীল

১৬. আল-ক্বাহার القهار
অর্থঃ কঠোর, মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী

১৭. আল-ওয়াহ্হাব الوهاب
অর্থঃ সবকিছু দানকারী, দানশীল, স্থাপনাকারী

১৮. আর-রজ্জাক্ব الرزاق
অর্থঃ রিযিকদাতা

১৯. আল ফাত্তাহ الفتاح
অর্থঃ বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রারম্ভকারী

২০. আল-আ'লীম العليم
অর্থঃ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী

২১. আল-ক্ববিদ্ব' القابض
অর্থঃ নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী

২২. আল-বাসিত الباسط
অর্থঃ প্রশস্তকারী

২৩. আল-খফিদ্ব الخافض
অর্থঃ অবনতকারী (কাফির ও মুশরিকদের, অবিশ্বাসীদের অপমানকারী)

২৪. আর-রফীই' الرافع
অর্থঃ উন্নতকারী, উঁচুকারী

২৫. আল-মুই'জ্ব المعز
অর্থঃ সম্মান-দানকারী

২৬. আল-মুদ্বি'ল্লু (আল-মুযিল্ল)المذل
অর্থঃ (অবিশ্বাসীদের) বেইজ্জতকারী, সম্মান হরণকারী

২৭. আস্-সামিই' السميع
অর্থঃ সর্বশ্রোতা

২৮. আল-বাছীরالبصير
অর্থঃ সর্ববিষয়-দর্শনকারী, সর্বদ্রষ্টা

২৯. আল-হা'কাম الحكم
অর্থঃ অটল বিচারক, মহা বিচারপতি, হুকুমদাতা

৩০. আল-আ'দলالعدل
অর্থঃ পরিপূর্ণ-ন্যায়বিচারক, নিখুঁত, ন্যায় বিচারক

৩১. আল-লাতীফاللطيف
অর্থঃসকল-গোপন-বিষয়ে-অবগত, সূক্ষ্মদর্শী, অমায়িক

৩২. আল-খ'বীরالخبير
অর্থঃ সকল ব্যাপারে জ্ঞাত, সর্বজ্ঞ

৩৩. আল-হা'লীমالحليم
অর্থঃ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহা সহনশীল, প্রশ্রয়দাতা

৩৪. আল-আ'জীমالعظيم
অর্থঃ সর্বোচ্চ-মর্যাদাশীল, মহা মর্যাদাপূর্ণ, অতি বিরাট

৩৫. আল-গফুরالغفور
অর্থঃ পরম ক্ষমাশীল,

৩৬. আশ্‌-শাকুরالشكور
অর্থঃ গুনগ্রাহী, সুবিবেচক

৩৭. আল-আ'লিইউ العلي
অর্থঃ উচ্চ-মর্যাদাশীল

৩৮. আল-কাবিইর الكبير
অর্থঃ সুমহান, অতি বিরাট

৩৯. আল-হা'ফীজ الحفيظ
অর্থঃ সংরক্ষণকারী

৪০. আল-মুক্বীত المقيت
অর্থঃ সকলের জীবনোপকরণ-দানকারী, সংরক্ষণকারী, লালনপালনকারী

৪১. আল-হাসীব الحسيب
অর্থঃ হিসাব-গ্রহণকারী, মহা মীমাংসাকারী

৪২. আল-জালীল الجليل
অর্থঃ পরম মর্যাদার অধিকারী, গৌরবান্বিত

৪৩. আল-কারীম الكريم
অর্থঃ সুমহান দাতা, মহা সম্মানিত, মহা দয়ালু

৪৪. আর-রক্বীবالرقيب
অর্থঃ তত্ত্বাবধায়ক

৪৫. আল-মুজীব المجيب
অর্থঃ জবাব-দানকারী, সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা, দো'আ কবুলকারী

৪৬. আল-ওয়াসি'الواسع
অর্থঃ সর্ব-ব্যাপী, অসীম, ব্যাপক
৪৭. আল-হাকীমالحكيم
অর্থঃ পরম-প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ

৪৮. আল-ওয়াদুদالودود
অর্থঃ (বান্দাদের প্রতি) সদয়, প্রেমময়, পরম স্নেহশীল

৪৯. আল-মাজীদ المجيد
অর্থঃ সকল-মর্যাদার-অধিকারী, মহিমান্বিত, সম্মানিত

৫০. আল-বাই'ছ'الباعث
অর্থঃ পুনুরুজ্জীবিতকারী

৫১. আশ্-শাহীদ الشهيد
অর্থঃ সর্বজ্ঞ-স্বাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী

৫২. আল-হা'ক্ক الحق
অর্থঃ পরম সত্য
৫৩. আল-ওয়াকিল الوكيل
অর্থঃ পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, সহায় প্রদানকারী, আস্থাভাজন উকিল

৫৪. আল-ক্বউইউ القوي
অর্থঃ পরম-শক্তির-অধিকারী

৫৫. আল-মাতীন المتين
অর্থঃ সুদৃঢ়, সুস্থির

৫৬. আল-ওয়ালিইউ الولي
অর্থঃ অভিভাবক ও সাহায্যকারী

৫৭. আল-হা'মীদ الحميد
অর্থঃ সকল প্রশংসার অধিকারী, সকল প্রশংসার দাবীদার, মহা প্রশংসনীয়

৫৮. আল-মুহছী المحصي
অর্থঃ সকল সৃষ্টির ব্যপারে অবগত

৫৯. আল-মুব্দি'المبدئ
অর্থঃ প্রথমবার-সৃষ্টিকর্তা, অগ্রণী, প্রথম প্রবর্তক

৬০. আল-মুঈ'দ المعيد
অর্থঃ পুনরায়-সৃষ্টিকর্তা

৬১. আল-মুহ'য়ী المحيي
অর্থঃ জীবন-দানকারী

৬২. আল-মুমীত المميت
অর্থঃ মৃত্যু-দানকারী

৬৩. আল-হাইয়্যু الحي
অর্থঃ চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ নেই

৬৪. আল-ক্বাইয়্যুম القيوم
অর্থঃ সমস্তকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী

৬৫. আল-ওয়াজিদالواجد
অর্থঃ অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী

৬৬. আল-মুহীত المحيط
অর্থঃ পরিবেষ্টনকারী, সর্ব বেষ্টনকারী

৬৭. আল-ওয়াহি'দ الواحد
অর্থঃ এক ও অদ্বিতীয়

৬৮. আছ্-ছমাদ الصمد
অর্থঃ অমুখাপেক্ষী,অবিনশ্বর, চিরন্তন, স্বয়ং সম্পূর্ণ

৬৯. আল-ক্বদিরالقادر
অর্থঃ সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর

৭০. আল-মুক্ব্তাদিরالمقتدر
অর্থঃ নিরঙ্কুশ-সিদ্বান্তের-অধিকারী

৭১. আল-মুক্বদ্দিম المقدم
অর্থঃ অগ্রসারক, সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী

৭২. আল-মুয়াক্খিরالمؤخر
অর্থঃ অবকাশ দানকারী, বিলম্বকারী

৭৩. আল-আউয়াল الأول
অর্থঃ অনাদি, প্রথম

৭৪. আল-আখিরالأخر
অর্থঃ অনন্ত, সর্বশেষ

৭৫. আজ-জা'হিরالظاهر
অর্থঃ সম্পূর্নরূপে-প্রকাশিত, প্রকাশ্য

৭৬. আল-বাত্বিনالباطن
অর্থঃ দৃষ্টি হতে অদৃশ্য, গোপন

৭৭. আল-ওয়ালিالوالي
অর্থঃ সমস্ত কিছুর অভিভাবক

৭৮. আল-মুতাআ'লিالمتعالي
অর্থঃ সৃষ্টির গুনাবলীর উর্দ্ধে

৭৯. আল-বার্البر
অর্থঃ পরম-উপকারী, অণুগ্রহশীল, কল্যাণকারী

৮০. আত্-তাওয়াবالتواب
অর্থঃ তাওবার তাওফিক দানকারী এবং কবুলকারী, ক্ষমাকারী

৮১. আল-মুনতাক্বিমالمنتقم
অর্থঃ প্রতিশোধ-গ্রহণকারী

৮২. আল-আ'ফউالعفو
অর্থঃ পরম-উদার, শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ্ ক্ষমাকারী, পাপ মোচনকারী

৮৩. আর-রউফالرؤوف
অর্থঃ পরম-স্নেহশীল, সদয়, সমবেদনা প্রকাশকারী, দয়াশীল

৮৪. মালিকুল-মুলকمالك الملك
অর্থঃ সমগ্র জগতের বাদশাহ্

৮৫.যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরামذو الجلال والإكرام
অর্থঃ মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা, মহা মর্যাদাবান, মহা মহত্ত্ব ও মহা সম্মানিত

৮৬. আল-মুক্সিতالمقسط
অর্থঃ হকদারের হক-আদায়কারী

৮৭. আল-জামিই'الجامع
অর্থঃ একত্রকারী, সমবেতকারী

৮৮. আল-গণিই'الغني
অর্থঃ অমুখাপেক্ষী ধনী

৮৯. আল-মুগণিই'المغني
অর্থঃ পরম-অভাবমোচনকারী, সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী

৯০. আল-মানিই'المانع
অর্থঃ অকল্যাণরোধক,

৯১. আয্-যরالضار
অর্থঃ ক্ষতিসাধনকারী, যন্ত্রনাদানকারী, উৎপীড়নকারী

৯২. আন্-নাফিই'النافع
অর্থঃ কল্যাণকারী, অনুগ্রাহক, উপকারকারী, হিতকারী

৯৩. আন্-নূরالنور
অর্থঃ পরম-আলো, আলোক

৯৪. আল-হাদীالهادي
অর্থঃ পথ-প্রদর্শক, হিদায়েতকারী

৯৫. আল-বাদীই'البديع
অর্থঃ অতুলনীয়

৯৬. আল-বাক্বীالباقي
অর্থঃ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর

৯৭. আল-ওয়ারিস'الوارث
অর্থঃ উত্তরাধিকারী

৯৮. আর-রাশীদالرشيد
অর্থঃ সঠিক পথ-প্রদর্শক, বিচক্ষণ, সচেতন

৯৯. আস-সবুরالصبور
অর্থঃ অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর কথা, لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْم যে ব্যক্তি ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দিদারকে কল্পনা করবে। অর্থাৎ এ ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলাকে এভাবে দেখা যাবে, এ ভেবে তার জন্য কোনো একটি সাদৃশ্য নির্ধারণ করবে, সে

আল্লাহ তা‘আলার জন্য সদৃশ নির্ধারণকারী হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আল্লাহর দিদারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারী এবং বাতিলকারী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ধারণার বশবতী হয়ে কথা বলা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহর সদৃশ নফী করতে গিয়ে সে যেন হক ও বাতিল উভয়কেই নাকোচ না করে দেয়। এতে করে বাতিলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হকও নাকোচ হয়ে যায়। বরং আবশ্যক হলো আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর মধ্যে বাতিল কিছু সাব্যস্ত করার প্রতিবাদ করা এবং তাতে যা কিছু সত্য তা সাব্যস্ত করা।

শাইখ এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيه যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে।

মুতাযেলারা মনে করে, আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতসমূহ নাকোচ করার মাধ্যমে তারা তাকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব গুণাবলী আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে, তা নাকোচ করার মাধ্যমে কিভাবে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হবে? আল্লাহর দিদারকে নফী করার মাধ্যমে তার কামালিয়াত সাব্যস্ত হয় না। কেননা অস্তিত্বহীন জিনিসই কেবল দেখা যায় না। যার অস্তিত্ব রয়েছে, তাকে দেখা সম্ভব। বরং আল্লাহ তা‘আলার দিদার সাব্যস্ত করার মধ্যেই এবং দর্শকের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলাকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করা নাকোচ করার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ কামালিয়াত সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে বান্দার ইলমের ব্যাপারেও একই কথা। তার সম্পর্কে ইলম নাকোচ করার মাধ্যমে কামালিয়াত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইলম সাব্যস্ত করা এবং ইলমের মাধ্যমে তঁকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা নাকোচ করার মধ্যেই তার কামালিয়াত সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে দেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি ইলমের মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা অসম্ভব।[1]

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সেই দিদারের তাবীল করবে বা ভুল ব্যাখ্যা দিবে। অর্থাৎ সে দাবি করলো যে, সে শরীয়তের দলীলের এমন একটি তাবীল বা ব্যাখ্যা জানতে পেরেছে, যা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী প্রত্যেক লোক সে সম্পর্কে অবগত নয়। আর পরবর্তী যুগের আলেমদের পরিভাষায় তাবীলের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে সম্ভাব্য অন্য অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেয়া। এ অযুহাতেই তাহরীফকারীরা শরীয়তের দলীলের উপর আক্রমণ করেছে। তারা বলেছে, যেসব আয়াত আমাদের মতের বিপরীত হবে, সেগুলোকে আমরা তাবীল করবো। এর মাধ্যমে তারা তাহরীফকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে ও সুন্দর করে তাবীল হিসাবে নামকরণ করেছে। যাতে করে লোকেরা এটিকে সহজেই গ্রহণ করে নেয়। যারা বাতিলের বাহ্যিক শোভা বৃদ্ধি করে তাকে চাকচিক্যময় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

"আর এভাবেই আমি মনুষ্য শয়তান ও জিন শয়তানদেরকে প্রত্যেক নাবীর দুশমনে পরিণত করেছি। তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো। তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না। কাজেই তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও"। (সূরা আনআম: ১১২)

আসলে বাক্যের অর্থটিই মূল উদ্দেশ্য ও গ্রহণযোগ্য। শব্দমালা মূল উদ্দেশ্য নয়। অনেক বাতিল জিনিসকে সুশোভিত করে সত্যের বিরোধীতা করা হয়েছে।

সুতরাং শাইখের উক্তি: لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ যে ব্যক্তি ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দিদারকে কল্পনা করবে, -তার অবস্থা পূর্বোক্ত কথার মতই। সেখানে তিনি বলেছেন, لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا "এতে আমরা আমাদের নিজস্ব মতের উপর নির্ভর করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাড়িত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না।

অতঃপর শাইখ তার কথাকে অধিকতর শক্তিশালী করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহকে দেখার বিষয়টি এবং রবের অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলীর বিষয়ের প্রকৃত কথা হচ্ছে ঐগুলোর কোনোরূপ তাবীল করার অপচেষ্টা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবেই অবিকৃতভাবে মেনে নেয়া। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দ্বীন। এখানে তাবীল বর্জন করার অর্থ হলো, বিদআতীরা যে তাহরীফকে তাবীল নাম দিয়েছে, তা উদ্দেশ্য। কিন্তু ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ হিকমত, বিচক্ষণতা, উত্তম পদ্ধতি এবং অত্যন্ত আদবের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের সাথে বিতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

‘‘হে নাবী! হেকমত এবং উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে’’। (সূরা আন নাহল: ১২৫)[2]

সকল প্রকার তাবীল বর্জন করতে হবে, শাইখের উদ্দেশ্য এটি নয় এবং কোনো কোনো মানুষের কথার বিপরীত হওয়ার কারণে কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক দলীল দ্বারা সাব্যস্ত জিনিসকে বর্জন করাও উদ্দেশ্য নয়। বরং শাইখের উদ্দেশ্য হলো ঐসব তাবীল বর্জন করা, যা সালাফে সালেহীনের মাজহাবের বিপরীত এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল যেগুলো ভ্রান্ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জেনে কথা বলাও বর্জন করা আবশ্যক।

আর ভ্রান্ত তাবীলের মধ্যে গণ্য হলো, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দলীলগুলোর তাবীল করা, আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়ার দলীলগুলোর তাবীল করা ও এ কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা মুসার সাথে কথা বলেননি এবং তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি।

আর التأويل শব্দটি অনেক সময় তার আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের পরিভাষায় তাবীল দ্বারা সেই প্রকৃত অর্থ, বাস্তব রূপ এবং পরিণাম উদ্দেশ্য, যার দিকে কালামকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। সুতরাং খবরের তাবীল বলতে হুবহু খবরকেই বুঝায়। আদেশের তাবীল বলতে আদিষ্ট কাজ সম্পাদন করাকেই বুঝায়। যেমন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে কখনও এ দু'আটির সাথে পড়তেন,

سُبْحَانك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো"।[3] এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের তাবীল করতেন। অর্থাৎ তার আদেশ বাস্তবায়ন করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

"আর তারা কোনো কিছুর অপেক্ষা করছে না, শুধুমাত্র ওর সর্বশেষ পরিণতির প্রতীক্ষায় আছে? যেদিন এর সর্বশেষ পরিণতি উপস্থিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই কি আমাদের রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন?"। (সূরা আল 'আরাফ: ৫৩)
স্বপ্নের ব্যাখ্যা করাকেও তাবীল বলা হয়। সেই সঙ্গে কাজ-কর্মের ব্যাখ্যাকেও তাবীল বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের উক্তি নকল করে বলেন,

هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

"আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন" (সূরা ইফসুফ: ১০০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

‘‘এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন’’। (সূরা ইউসুফ: ৬) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

‘‘এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর’’। (সূরা আন নিসা: ৫৯) আর কাজের ব্যাখ্যাকেও তাবীল বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

‘‘যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি, আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। নৌকাটির ব্যাপারে কথা হলো, ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে কাজ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে সকল নিখুত নৌকা ছিনিয়ে নিতো। আর বালকটির কথা এ যে, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার, আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফুরী দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন; যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ঐ প্রাচীরটির কথা এ যে, ওটা ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতীম বালকের, ওর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎ লোক। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপূর্বক ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজের তরফ থেকে এসব করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা’’। (সূরা কাহাফ: ৭৮-৮২)

সুতরাং এ ধরণের ব্যাখ্যা এবং আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞানকে কেউ কি অস্বীকার করতে পারে? আর যেসব আয়াত খবর সম্পর্কিত, যাতে আল্লাহর নাম, তার সত্তা, তার সিফাত এবং আখেরাত দিবসের বিভিন্ন খবর রয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গায়েবী বিষয়গুলোর হাকীকত জানা সম্ভব নয়। কেননা খবরের মাধ্যমে এগুলোর হাকীকত জানা যায়নি। আসল কথা হলো সম্বোধিত ব্যক্তি যদি সংবাদের মাধ্যমে অবগত জিনিসটি কল্পনা করতে না পারে অথবা সম্বোধনের পূর্বে থেকেই যদি সেটি সম্পর্কে পরিচিত না থাকে, তাহলে সম্বোধিত ব্যক্তি খবরের মাধ্যমে কখনো ঐ জিনিসের হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারবে না। আর এ হাকীকতটির নাএ হলো তাবীল। আল্লাহ ছাড়া এ তাবীল সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত নয়। তবে কোনো বস্তুর হাকীকত বা প্রকৃত রূপ না জানার অর্থ এ নয় যে, সম্বোধনকারী সম্বোধিত ব্যক্তিকে যা বুঝাতে চাচ্ছে, সে সম্পর্কে মোটেই অবগত হবে না। কুরআনে যত আয়াত রয়েছে, তার সবগুলো নিয়েই আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেসব আয়াত নাযিল করেছেন, তাতে তিনি পছন্দ করেন যে, তার সবগুলো সম্পর্কেই মানুষ অবগত হোক। যদিও তা এমন তাবীলের অন্তর্ভুক্ত হয়, যার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের কথার মধ্যে যে তাবীল শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ এটিই। যদিও এ তাবীল বাহ্যিক বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় কিংবা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হয়।

[1] কোনো জিনিসকে সামনে দেখা এবং তাকে পরিপূর্ণরূপে সকল দিক থেকে আয়ত্ত ও বেষ্টন করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আমরা যখন বিশাল একটি পাহাড়কে সামনে নিয়ে দাড়াই, তখন কেবল পাহাড়ের সামান্য অংশই দেখি। সুদর্শন মানুষকে যখন আমরা সামনে দেখি, তখন কেবল আমরা তার চেহারার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখি। আমরা বিশাল পাহাড় ও সুদর্শন মানুষকে সামনে দেখি, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারি না। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রেও কথা অনেকটা এ রকম। তাকে জান্নাতীগণ দেখার অর্থ এই নয় যে, তারা তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলবে। কোনো সৃষ্টির পক্ষেই এটি সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী, لاتدركه الأبصار "দৃষ্টিসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না", এর দ্বারা দলীল পেশ করে যারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ ইদরাক বা আল্লাহকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এক জিনিস আর الرؤية বা তাকে দেখা অন্য জিনিস। এমনি

আল্লাহ তা'আলাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা এক জিনিস এবং তার সম্পর্কে ইলম বা মারেফত হাসিল করা অন্য জিনিস। আল্লাহ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা সৃষ্টির জন্য সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় বলেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ولايحيطون به علما "তারা তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন ও আয়ত্ত করতে পারবে না"।

2]. সত্য প্রকাশের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে বিতর্কের কিছু আদব: এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্য দ্বারা প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, প্রতিপক্ষ কূটতর্কে লিপ্ত হওয়াকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে তখন তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় আর না হয় তার ভ্রষ্টতা দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত না হয়।

[3]. ছহীহ মুসলিম ৪৮৪, ছহীহ বুখারী ৭৯৪, আবূদাউদ ৮৭৭, নাসাঈ ১১২৩।

অনেক মুফাস্সিরের মতে التأويل শব্দটি তাফসীর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইমাম ইবনে জারীর এবং অনুরূপ অন্যান্য মুফাসসির তাবীল শব্দটি ব্যবহার করেন কালামের ব্যাখ্যা এবং তার অর্থ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। চাই সে ব্যাখ্যা কালামের বাহ্যিক অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক কিংবা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হোক। এটি একটি বহু প্রচলিত পরিভাষা। এ তাবীল তাফসীরের মতই। তাবীলের যে অংশ সত্যের অনুরূপ হবে, তা গ্রহণ করা হবে এবং যে অংশ বাতিল হবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ এবং পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না''। (সূরা আলে-ইমরান: ৭)

এ আয়াতাংশের মধ্যে দু'টি কিরা'আত রয়েছে। কোনো কোনো কারী إلا الله এর পরে ওয়াক্ফ করে থাকেন। আবার কোনো কোনো কারী إلا الله এর পরে ওয়াক্ফ করেন না। উভয় কিরাতই সঠিক। প্রথম কিরাআত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হলো, যে আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষেই মুতাশাবেহা, তার অর্থ কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। আর দ্বিতীয় কিরাআত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হলো, মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ কেবল জ্ঞানে পরিপক্করাই জানেন; অন্যরা এগুলোর ব্যাখ্যা জানেন না। যারা إلا الله এর পরে ওয়াক্ফ করে থাকেন, তারা তাবীল এবং তাফসীরকে সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে গণ্য করেন না। এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের উপর এমন কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন, যার অর্থ উম্মতের কোনো লোকই জানে না এবং স্বয়ং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জানতেন না। সেই সঙ্গে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক, মুতাশাবেহার অর্থ সম্পর্কে তাদেরও কোনো ধারণা নেই। তারাও শুধু এটি বলবে, (آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) ''আমরা এসব বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত''। (সূরা আলে ইমরান:৭) এটি তো মুমিনদের মধ্যে যারা জ্ঞানে অপরিপক্ক তারাও বলে থাকে।

তবে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক, সাধারণ মুমিনদের মধ্য থেকে মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর ব্যাপারে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, আমি ঐসব সুবিজ্ঞ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর তাবীল সম্পর্কেও অবগত রয়েছেন। তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দুআ করতে গিয়ে বলেছেন,

أللهم فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وعلمه التأويل

‘‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করো এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করো’’।[1] ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুস্তাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ তার কোনো দু‘আই আল্লাহ তা‘আলা ফিরিয়ে দিতেন না।

প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহুর নিকট কুরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেশ করেছি। প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করেই আমি থেমেছি এবং তাকে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। মুতাওয়াতের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কুরআনের সমস্ত আয়াতের অর্থের ব্যাপারেই কথা বলেছেন। তিনি কোনো আয়াতের ব্যাপারেই বলেননি যে, এটি মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।
আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ উসূলের কিতাবসমূহে বলেছেন, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে মুতাশাবেহা বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ কুরআনের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এ অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ অক্ষরগুলোর অর্থ যদি আলেমদের নিকট পরিচিত থাকে, তাহলে মুতাশাবেহা আয়াতসমূহের অর্থও জানা যাবে। আর যদি এগুলোর অর্থ জানা না যায়, তাহলে এগুলোও মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতগুলোর অর্থ বোধগম্য। যে আয়াতসমূহের অর্থ আমরা জানতে পারবো, সেগুলোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
‘‘তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট)’’। (সূরা আলে-ইমরান:৭) আর সূরার শুরুর দিকে উল্লেখিত অক্ষরগুলো অধিকাংশ আলেমের মতে আলাদা আয়াত নয়।

পরবর্তীকালের ফকীহ এবং মুতাকাল্লিমীনদের পরিভাষায় বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলে শব্দকে প্রাধান্যযোগ্য সম্ভাব্য অর্থ থেকে সরিয়ে অপ্রাধান্যযোগ্য সম্ভাব্য অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়াকে তাবীল বলা হয়। সংবাদ কিংবা আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত অনেক ব্যাপারেই এ তাবীল নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। সঠিক তাবীল তাই, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। আর যে তাবীল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলের বিরোধী হবে, তা ভ্রান্ত তাবীল বলে গণ্য হবে। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আলী সিরাজী রহিমাহুল্লাহ তার ‘তাবসিরা’ নামক কিতাবে নুসাইর বিন ইয়াহইয়া বালখী আমর বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে আল্লাহ তা‘আলার সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা‘আলার জন্য সাব্যস্ত করা হলে কি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ হয়ে যায় না? জবাবে তিনি বললেন, এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবেই রেখে দিবো এবং তাতে বিশ্বাস করবো। আমরা বলবো না যে এগুলোর ধরণ কী?

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন-সুন্নাহর যেসব দলীলের বাহ্যিক দাবি মোতাবেক আল্লাহ তা‘আলার জন্য সিফাত সাব্যস্ত হয়েছে, তা সাব্যস্ত করা বাতিল বা কুফুরী নয়; বরং যে ব্যক্তি তা সাব্যস্ত করাকে কুফুরী মনে করবে, তার বুঝ এবং ইলমের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কবি বলেছেন,

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا... وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

অনেক লোক রয়েছে, যারা সঠিক কথাকে দোষারোপ করে। আসলে দোষিত বুঝশক্তিই এ মসীবতের একমাত্র কারণ। অন্য এক কবি বলেন,

عَلَيَّ نَحْتُ الْقَوَافِي مِنْ مَعادنها... وَمَا عَلَيَّ إذا لَمْ تَفْهَمِ الْبَقَرُ

‘‘আমার উপর আবশ্যক হলো, শব্দমালার ভান্ডার থেকে উচ্চাঙ্গের শব্দ প্রয়োগ করবো। গরুর দল (নির্বোধ লোকেরা) তা যদি না বুঝে, তাতে আমার কিছু করণীয় নেই।[2]

যেক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব হলো সর্বাধিক সত্য, তার বাণী হলো সর্বোত্তম বাণী এবং তা এমন কিতাব, যার আয়াতগুলো মজবুত (সুবিন্যাস্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাকে বিবৃত (সূরা হুদ:১)।
সেখানে কিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কুরআন মজীদের আয়াতগুলোর মধ্যে এমন কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, যা থেকে আক্বীদাহ গ্রহণ করা যেতে পারে? তারা আরো বলেছে যে, কুরআনে তাওহীদের কোনো বর্ণনা নেই এবং তাতে আল্লাহ তা‘আলার যথাযথ পবিত্রতাও বর্ণনা করা হয়নি। নাউযুবিল্লাহ। এ হলো কুরআনের অপব্যাখ্যাকারীদের কথার প্রকৃত অবস্থা। তাদের কথার প্রকৃত অর্থ হলো কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক দলীলগুলোর মধ্যে বাতিল অর্থ রয়েছে, নাউযুবিল্লাহ। অথচ সত্য কথা হলো, কুরআন ও হাদীছের দলীলগুলো দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তাই প্রকৃত সত্য। কুরআনের কোনো দলীলই বাতিল কিছু সাব্যস্ত করেনি। কিন্তু বাতিলপন্থীরা দাবি করে যে, কুরআনের আয়াত ও হাদীছের দলীল এমন বাতিল কথা সাব্যস্ত করে, যা প্রত্যাখ্যান করা জরুরী।

তাদের জবাবে বলা হবে যে, তোমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দলীলগুলোর বাহ্যিক অর্থের তাবীল করার যে দ্বার উন্মুক্ত করেছো, এর মাধ্যমে তোমাদের ধারণায় কিছু কিছু অস্পষ্ট ক্ষেত্রে তোমাদের মুমিন ভাইদের উপর জয়লাভ করতে পারলেও তোমরা কেবল মুশরিক ও বিদ‘আতীদের জন্য তোমাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছো।[3] এ দরজা তোমরা কখনো বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি কুরআনের দলীল থেকে বোধগম্য অর্থকে শরীয়তের অন্য কোনো দলীল ছাড়াই পরিবর্তন করে ফেলতে চাও, তাহলে তোমাদের কাছে এমন কোনো মূলনীতি আছে

কি, যার মাধ্যমে তোমরা নির্ধারণ করে থাকো যে, অমুক আয়াতের তাবীল করা বৈধ এবং অমুক আয়াতের তাবীল করা বৈধ নয়?

এখন তোমরা যদি বলো, বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল যে আয়াতের মর্মার্থ কবুল করে নেয়াকে অসম্ভব মনে করে, আমরা তার তাবীল করবো। আর যদি অসম্ভব মনে না করে, তাহলে আমরা সেই বক্তব্যকে কবুল করে নিবো, তাহলে তোমাদেরকে বলা হবে, কোন্ আকলী দলীলের মাধ্যমে আমরা বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীলকে ওজন করবো? কেননা বাতেনী সম্প্রদায়ের ইমাম কিরমিতের মতে বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল শরীয়াতের বাহ্যিক হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান বাতিল করে দেয়, দার্শনিকরা মনে করে বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল মানুষের দেহের পুনরুত্থানকে বাতিল করে, মুতাযেলারা মনে করে বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল মোতাবেক আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। এমনি তাদের বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইলম, কালাম এবং রহমতকে অস্বীকার করে। বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাবীল করাকে ওয়াজিব মনে করে, তাদের সমস্ত কথা এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কালামের তাবীল করতে গেলে দু'টি বড় ধরণের সমস্যায় পড়তে হবে।

১) অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা ব্যতীত আমরা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো কিছুই সাব্যস্ত করতে পারবো না। এভাবে দীর্ঘ আলোচনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে, বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করা সম্ভব কি না? আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মতভেদকারী প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের মাযহাবই বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা সমর্থিত। এতে করে দ্বীনের মূলনীতির বিষয়ে লোকেরা দিশেহারা হবে, যা আকীদার মাসআলাসমূহে সম্পূর্ণ নিষেধ।

(২) আল্লাহর বাণীর তাবীল করা হলে গায়েবী বিষয়সমূহে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সংবাদ দিয়েছেন অন্তর থেকে সেসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস উঠে যাবে। ফলে অনেকেই দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস করবে না যে, এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। ঐদিকে তাবীলগুলো তো বিভিন্ন রকম। এতে করে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন, তার নির্দেশনা থেকে কুরআন ও সুন্নাহকে দূরে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক হবে। النبي শব্দটি الإنباء থেকে গৃহীত। অর্থাৎ সংবাদ প্রদান

করা থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং নাবীর কাজ হলো সংবাদ প্রদান করা। ঐদিকে কুরআনে রয়েছে মহা সংবাদ। তাবীলকারীরা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো কেবল সমর্থন স্বরূপ উল্লেখ করে থাকে; স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে উল্লেখ করে না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো তাদের দাবি মোতাবেক হলে তারা বলে বিবেক-বুদ্ধি এটি সমর্থন করে এবং তারা উহা গ্রহণ করে নেয়। আর কুরআন-সুন্নাহর দলীল তাদের বিবেক-বুদ্ধির খেলাফ হলে তারা শরীয়তের দলীলগুলোর তাবীল করে। এতে করে নাস্তিকদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কুফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[1]. ছহীহ: আহমাদ, ত্ববারানী, বাইহাক্বী, ছহীহ ইবনে হিববান।

[2]. ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ এখানে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তাশবীহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা উহাকে অস্বীকার করেছে, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

[3]. আশায়েরা, মুতাযেলা এবং মাতুরীদিরা আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতগুলোকে তাবীলের মাধ্যমে বিদ'আতীদের জন্য কুফুরী ও নাস্তিক্যবাদের দরজা খুলে দিয়েছে। যদিও তারা মনে করেছে যে, তারা তাদের আকলী যুক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু সাধারণ মুমিনদের উপর জয়লাভ করেছে। মাতুরীদি ও আশায়েরাগণ যখন আরশের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার তাবীল করেছে, তখন দার্শনিকগণ ও বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে যে, তোমরা কেন বলছো যে, তোমাদের তাবীল সঠিক এবং আমাদের তাবীল সঠিক নয়? শত শত দলীল থাকা সত্ত্বেও তোমরা সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার তাবীল করছো। আর আমরা রূহের পুনরুত্থানের তাবীল করছি। সুতরাং আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? তোমরা কুরআনের আয়াতের তাবীল-ব্যাখ্যা করছো, আমরাও তাবীল-ব্যাখ্যা করছি। তোমাদের কাছে অকাট্য আকলী দলীল রয়েছে, আমাদের কাছেও অকাট্য আকলী দলীল রয়েছে।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের কথা হলো, আমাদের কাছে এমন মূলনীতি থাকা আবশ্যক, যা সকলেই মানতে বাধ্য থাকবে। সেটি হলো কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের মাধ্যমেই করা কিংবা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা করা। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। ছাহাবীগণ উহা বুঝে নিয়েছেন। এটিই সালাফে সালেহীনদের নীতি। এ ছাড়া যারাই অন্য পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাবে, তারা বিদআতী বলে গণ্য হবে। এই বিদআত কখনো কুফুরী, কখনো গোমরাহী এবং কখনো ভুল হিসাবে গণ্য হবে।

উপসংহার

১. আল-কুরআনের দলীলের মধ্যে রয়েছে:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الاعراف: 180]

“আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা সে নামে তাঁকে আহ্বান করো। আর সেসব লোকদের তোমরা পরিত্যাগ করো যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি সাধন করে। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]

এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজের জন্য অনেকগুলো নাম সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সেগুলো সুন্দরতম। তিনি তাঁকে সে নামসমূহে ডাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন এভাবে তাঁকে ডাকা হবে যে, ‘ইয়া আল্লাহ ! ইয়া রাহমান! ইয়া রাহীম! ইয়া হাইয়্যূ! ইয়া কাইয়্যেম! ইয়া রাব্বাল আলামীন!’ আর যারা তাঁর নামে বিকৃতি সাধন করে তাদেরকে তিনি ভয় প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ যারা তাঁর

নামের ব্যাপারে সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলে, আল্লাহ থেকে সে নামগুলোকে অস্বীকার করার মাধ্যমে অথবা তার যে শুদ্ধ অর্থ রয়েছে সে শুদ্ধ অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে সেগুলোকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে কিংবা অন্য আরো যেভাবে তা বিকৃত করা যায় সেভাবে বিকৃত করার মাধ্যমে; তাদেরকে তিনি এ মর্মে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, তাদের এ মন্দ কর্মের প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨﴾ [طه: ٨]

"আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।" [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৮]

তিনি আরো বলেছেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٤﴾ [الحشر: ٢٢، ٢٤]

"তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি গায়েব ও দৃশ্যমান সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি অতি মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, অবয়বদানকারী। তাঁর রয়েছে সকল উত্তম নাম। আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলি তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২২-২৪]

এ আয়াতগুলো আল্লাহর নামসমূহকে সাব্যস্ত করে।

তাই আমরা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ধরে তাঁকে ডাকবো। তাঁর কাছে দু'য়া করবো ইং শা আল্লহ।